যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৮৮

১/ বিবিধ

আরবী

من تمام التحية الأخذ باليد

ضعيف

روي من حديث عبد الله بن مسعود، وأبي أمامة، والبراء بن عازب: حديث ابن مسعود. يرويه يحيى بن سليم عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

أخرجه الترمذي (2/121) وأبو أحمد الحاكم في " الفوائد " (11/70/2) وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم

قلت: وهو الطائفي وهو سيىء الحفظ، وبقية الرجال ثقات غير الرجل الذي لم يسم. ولهذا قال الحافظ في " الفتح " (11/47)

" وفي سنده ضعف "

وحكى الترمذي عن البخاري أنه رجح أنه موقوف على عبد الرحمن بن يزيد النخعي أحد

التابعين

وقال ابن أبي حاتم في العلل (2/307) عن أبيه

" هذا حديث باطل "

حديث أبي أمامة. وله عنه طريقان

الأولى: من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته، أوعلى يده فيسأله: كيف هو؟ وتمام تحياتكم بينكم المصافحة
أخرجه الترمذي (2/122) وأحمد (5/260) وكذا الروياني في " مسنده " (30/219 و220/2) وابن عدي في " الكامل " (ق 236/1) ومحمد بن رزق الله المنيني في " حديث أبي علي الفزاري " (85/2) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (5/59/2) وقال الترمذي
" هذا إسناد ليس بذاك. قال محمد (يعني البخاري) : وعبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو ثقة، والقاسم شامي
وقال الحافظ في " الفتح " (11/46) بعد أن عزاه للترمذي: " سنده ضعيف
وقال في " بذل الماعون " (3/1/ الملزمة 11) : سنده لين والأخرى: عن بشر بن عون: حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عنه مرفوعا بالجملة
الأخيرة منه فقط
أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " (117/1)
وهذا إسناد ضعيف بشر وبكار مجهولان كما قال أبو حاتم، واتهمهما ابن حبان ولكنهما قد توبعا، فأخرجه تمام أيضا من طريق عمر بن حفص عن عثمان بن عبد الرحمن عن مكحول به
وهذه متابعة واهية جدا، عثمان هذا وهو الوقاصي قال الذهبي
" تركوه "
وعمر بن حفص هو المدني لم يوثقه غير ابن حبان، وروى عنه جماعة
وله طريق أخرى: عن يحيى بن سعيد المدني عن القاسم به دون قوله: وتمام
أخرجه ابن السني (530)
ويحيى هذا متروك
3 ـ حديث البراء. أخرجه أبو محمد الخلدي في جزء من " الفوائد " (46 ـ 50)

أخبرنا القاسم: حدثنا جبارة قال: أنا حماد بن شعيب عن أبي جعفر الفراء عن الأغر أبي مسلم عنه به

وهذا إسناد ضعيف، حماد بن شعيب وهو الحماني قال الذهبي في الضعفاء " ضعفه النسائي وغيره "

وقد خالفه في إسناده إسماعيل بن زكريا فقال: عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله ابن يزيد عن البراء بن عازب قال

" من تمام التحية أن تصافح أخاك "

فأوقفه، وهو الصواب، لأن إسماعيل بن زكريا ثقة محتج به في " الصحيحين " فروايته أصح من مثل حماد بن شعيب، وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم، فالسند صحيح موقوف

وكذلك أخرجه ابن عساكر (17/274/1) عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي قال: فذكره موقوفا

وليث ضعيف. وقد رواه غيره عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال الترمذي عقب ما نقلته عنه في الحديث الأول

" قال محمد (يعني البخاري) : وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أوغيره قال: من تمام التحية الأخذ باليد

قلت: وجملة القول أن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أشد ضعفا من بعض فليس فيها ما يمكن الاعتماد عليه كشاهد صالح، فالذي أستخير الله فيه أنه ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا. والله أعلم

বাংলা

১২৮৮। সালামের পূর্ণতা রয়েছে হাত ধরার মধ্যে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ), আবু উমামাহ (রাঃ) ও বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এক. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটির সূত্রঃ ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম হাদিসটি সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি খায়সামাহ হতে, তিনি (নাম উল্লেখ না করা) এক ব্যক্তি হতে, তিনি ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রে তিরমিযী (২/১২১) ও আবু আহমাদ হাকিম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১১/৭০/২) বর্ণনা করে বলেছেনঃ এ হাদীসটি গারীব। ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনা থেকে হাদীসটি আমাদের জানা নেই।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি হচ্ছেন ত্বয়েকী। তিনি মন্দ হেফয শক্তির অধিকারী। অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য নাম না নেয়া ব্যক্তি ব্যতীত। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১১/৪৭) বলেনঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এটিকে (তাবেঈ) আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ নাখ'ঈর বাণী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩০৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেনঃ এ হাদীসটি বাতিল।

দুই. আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে দুটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছেঃ

১। ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু যাহর সূত্রে আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি কাসেম আব্দুর রহমান হতে, তিনি আবু উমামাহ (রাঃ) হতে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "রোগীকে দেখতে যাওয়া তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন তোমাদের কেউ তার কপালে অথবা তার হাতে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ সে কেমন আছে? আর তোমাদের পরস্পরের মাঝের সালাম পূর্ণতা লাভ করবে যখন মুসাফাহ করবে।"

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/১২২), আহমাদ (৫/২৬০), অনুরূপভাবে রূওয়ানী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৩০/২১৯, ২/২২০), ইবনু আদী "আল-কামেল" (কাফ ১/২৩৬), মুহাম্মাদ ইবনু রিযুকুল্লাহ মানীনী "হাদীসু আবী আলী ফাযারী" গ্রন্থে (২/৮৫) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৫/৫৯/১) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ এ সনদটি সেরূপ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেনঃ ... আলী ইবনু ইয়াযীদ দুর্বল ...।

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১১/৪৬) বলেনঃ এর সনদটি দুর্বল।

২। দ্বিতীয় সূত্রটি বিশর ইবনু আউন হতে, তিনি বাক্কার ইবনু তামীম হতে, তিনি মাকহুল হতে, তিনি আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে শুধুমাত্র শেষ বাক্যটি বর্ণনা করেছেন।

এটিকে তাম্মাম আর-রাযী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১১৭) বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি দুর্বল। কারণ বর্ণনাকারী বিশর এবং বাক্কার তারা উভয়েই মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি আবু হাতিম বলেছেন। আর ইবনু হিব্বান তাদের দু'জনকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। কিন্তু তাদের দু'জনেরই মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

হাদিসটি তাম্মাম উমার ইবনু হাফস সূত্রে উসমান ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি মাকহুল হতেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ মুতাবা'য়াতটি খুবই দুর্বল। উক্ত বর্ণনাকারী উসমান হচ্ছেন ওকাসী, তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তাকে মুহাদ্দিসগণ ত্যাগ করেছেন। আর উমার ইবনু হাফস হচ্ছেন মাদানী, তাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। তার থেকে একদল বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ মাদানী হতে, তিনি কাসেম হতে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এটিকে ইবনুস সুন্নী (৫৩০) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া মাতরূক।

তিন. বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে আবু মুহাম্মাদ আল-খালদী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৪৯-৫০) কাসেম হতে, তিনি জাবারাহ হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু শুয়াইব হতে, তিনি আবু জাফার ফাররা হতে, তিনি আল-আগার আবূ মুসলিম হতে, তিনি বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল। বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনু শুয়াইব হচ্ছেন হামামী, তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে বলেনঃ তাকে নাসাঈ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ সনদের বিরোধিতা করে ইসমাঈল ইবনু যাকারিয়া আবু জাফর ফাররা হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সূত্রে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত হওয়াই হচ্ছে সঠিক। কারণ ইসমাঈল ইবনু যাকারিয়া নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তার দ্বারা বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। তার বর্ণনা হাম্মাদ ইবনু শুয়াইবের বর্ণনার চেয়ে বেশী সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মোটকথা হাদীসটির সব সূত্র খুবই দুর্বল। একটি সূত্র অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল। এগুলোর মধ্য থেকে কোনটির উপর নির্ভর করা যায় না। আমার ইসতিখারাতে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হাদীসটি মারফু' হিসেবে দুর্বল। তবে মওকুফ হিসেবে সহীহ।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72167

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন